সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ

(ইউ.সি.আর.সি)

গঠনতন্ত্র

সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ-এর অষ্টাদশ সম্মেলনে
(কোচবিহার ১০-১১ জুন ২০১৭) গৃহীত

১. **সংগঠনের নাম ও পতাকা**

(ক) সংগঠনের নাম হবে 'সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ', ইংরাজীতে নাম হবে United Central Refugee Council সংক্ষিপ্ত নাম হবে UCRC। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকাল ১২ই আগস্ট, ১৯৫০।

(খ) সংগঠনের পতাকা আয়তাকার লাল রংয়ের হবে (দৈর্ঘ্যের ২/৩ হবে প্রস্থ)। পতাকা দণ্ডের দিকে উপর নিচে UCRC অথবা ইউ.সি.আর.সি. লেখা থাকবে।

২. **সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ**

সংগঠনের লক্ষ্য হবে ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সময় দেশভাগের ফলে পাকিস্তান, বাংলাদেশ (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) আফগানিস্তান, বার্মা এবং সিংহল থেকে নিরাপত্তার অভাবজনিত কারণে যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন বা নেবেন তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ভারত সরকার কর্তৃক এই শরণার্থীদের সার্বিক পুনর্বাসন ও নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত করা এবং উদ্বাস্তুদের তথা জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সচেষ্ট থাকা।

এই লক্ষ্য পূরণে সাংগঠনিক ও অন্য কর্মসূচীতে উদ্বাস্তু ও উদ্বাস্তু দরদীদের সামিল করাতে উপযোগী সংগঠন গড়ে তোলা এই সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩. **সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যপদ ঃ**

কলোনী, মহল্লা, ক্যাম্প ও জনপদে বসবাসকারী উদ্বাস্তু বা উদ্বাস্তু-দরদী প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সংগঠনের গঠনতন্ত্র মেনে নির্ধারিত চাঁদা দিয়ে সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন। সদস্যপদ বাৎসরিক এবং তা পুনর্নবীকরণযোগ্য।

৪. **সংগঠনের কাঠামো ঃ**

(ক) সংগঠনের কাঠামোতে চারটি স্তর থাকবে—প্রাথমিক ইউনিট, অঞ্চল কমিটি, জেলা কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটি।

(খ) প্রাথমিক ইউনিট কলোনী, মহল্লা, ক্যাম্প ও জনপদের ব্যক্তি সদস্যরা সম্মেলন/ কনভেনশন/সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে স্ব স্ব এলাকার কমিটি তৈরী করবে। এই কমিটি প্রাথমিক ইউনিট হবে। প্রাথমিক ইউনিটের কার্যকাল দুই বছর হবে।

(গ) প্রাথমিক ইউনিট সংগঠনের আদর্শ ও কর্মসূচীকে মান্যতা দিয়ে স্থানীয় ভিত্তিতে উদ্বাস্তু দরদীদের সংঘবদ্ধ করে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্দোলন সংগঠিত করবে। এলাকায় সুস্থ সাংস্কৃতিক ও সম্প্রীতির পরিমণ্ডল নিশ্চিতকরণে এবং বসবাসকারীদের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে প্রয়াসী হবে।

(ঘ) জেলা কমিটির সুপারিশক্রমে প্রাথমিক ইউনিট কেন্দ্রীয় কমিটিকে নির্ধারিত পঁচাত্তর টাকা চাঁদা দিয়ে তার অনুমোদন নেবে। অনুমোদনের কাল বাৎসরিক এবং একই চাঁদার হারে পুনর্নবীকরণযোগ্য।

(ঙ) প্রাথমিক ইউনিটের কর্মকর্তার সংখ্যা অঞ্চল/ জেলা কমিটির সুপারিশক্রমে নির্ধারিত হবে। সদস্যরা ইচ্ছা করলে গোপন ব্যালটে মতামত দিয়ে কমিটি গঠন করতে পারবেন। প্রাথমিক ইউনিট প্রতি দুইমাসে অন্তত একবার সভা করবে।

৫. **আঞ্চলিক কমিটি ঃ**

(ক) একাধিক প্রাথমিক ইউনিটের এলাকা নিয়ে (কলোনী, মহল্লা, পৌরসভা, পঞ্চায়েত, থানা এলাকা) আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হবে। কাজের সুবিধার জন্য জেলা কমিটি আঞ্চলিক কমিটির এলাকা গঠন/পুনর্গঠন করতে পারবে।

(খ) আঞ্চলিক কমিটির কার্যকাল তিন বছর হবে। সম্মেলন কনভেনশন/সাধারণ সভা করে আঞ্চলিক কমিটি গঠন/পুনর্গঠন করতে পারবে। প্রতিনিধি সংখ্যা আঞ্চলিক কমিটি স্থির করবে। আঞ্চলিক কমিটি প্রতি দুই মাসে অন্ততঃ একবার সভা করবে।

(গ) আঞ্চলিক কমিটি—প্রাথমিক ইউনিটের কার্যাবলীর ওপর সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও পরিচর্যা করবে। ঊর্দ্ধতন কমিটির গৃহীত কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারবে।

(ঘ) আঞ্চলিক কমিটির সদস্য সংখ্যা জেলা কমিটির সুপারিশক্রমে নির্ধারিত হবে। প্রতিনিধিরা প্রয়োজনে গোপন ব্যালটে মতামত প্রকাশ করতে পারবেন। কমিটি সদস্যগণ প্রথম সভায় কর্মকর্তা নির্বাচন করবে।

(ঙ) কমিটিকে জেলার সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন নিতে হবে।

৬. **জেলা কমিটি ঃ**

(ক) প্রতি জেলায় জেলা সম্মেলন/কনভেনশন করে জেলা কমিটি গঠন/পুনর্গঠন করতে হবে। জেলা কমিটির কার্যকাল তিন বছর হবে। প্রতিনিধি সংখ্যা জেলা কমিটি স্থির করবে।

(খ) জেলা, কমিটি ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যসংখ্যা জেলা সম্মেলন স্থির করবে। প্রতিনিধিরা প্রয়োজনে গোপন ব্যালটে কমিটি গঠন করতে পারবেন।

(গ) জেলা সম্মেলন থেকে জেলা কমিটি গঠিত হবে। জেলা কমিটি তার প্রথম সভায় জেলা কর্মকর্তাসহ সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করবে। নবনির্বাচিত জেলা কমিটিকে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন নিতে হবে।

(ঘ) জেলা সম্পাদকমণ্ডলী প্রতি দুই মাসে অন্তত একবার ও জেলা কমিটি প্রতি তিনমাসে অন্ততঃ একবার সভা করবে।

৭. **রাজ্য স্তরের কমিটি ঃ**

(ক) রাজ্য স্তরের কমিটির নাম হবে 'কেন্দ্রীয় কমিটি'।

(খ) সম্মেলনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে। প্রতি তিন বৎসর অন্তর রাজ্য সম্মেলন হবে। সম্মেলন ন্যূনতম ১৫১ জন এবং সর্বাধিক ৩০০ জনকে নিয়ে রাজ্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিল গঠন করবে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল তার প্রথম সভায় কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও কর্মকর্তা নির্বাচন করবে। রাজ্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ন্যূনতম ১০০ ও সর্বাধিক ১৩১ জনের ও ন্যূনতম ৩৫ ও সর্বাধিক ৪৫ জনের হবে। প্রয়োজনে গোপন ব্যালটে মতামত প্রকাশের পক্ষে সম্মেলন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

(গ) সম্পাদকমণ্ডলীতে সভাপতি একজন, একজন কার্যকরী সভাপতি, ৭ জন সহ-সভাপতি, ১ জন সাধারণ সম্পাদক, ১ জন সংগঠন সম্পাদক, ৫ জন

যুগ্ম-সম্পাদক, ১ জন কোষাধ্যক্ষ, বাকিরা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হবেন। তবে সংগঠনের বৃদ্ধির ফলে সম্পাদকমণ্ডলীতে অতিরিক্ত ৬ জন সদস্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভার অনুমোদন নেওয়া যেতে পারে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় কমিটি/রাজ্য কমিটি সংগঠন সাংগঠনিক ও আন্দোলন সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করবে। সাধারণভাবে জেলা সংগঠনকে পরিচর্যা করবে, নির্দেশ ও পরামর্শ দেবে, নিয়ন্ত্রণ করবে ও কর্মসূচী রূপায়নে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। সম্পাদকমণ্ডলী প্রতি দুমাসে অন্তত একবার, কার্যকরী কমিটি প্রতি ছয় মাসে অন্তত একবার ও রাজ্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিল প্রতি বছরে অন্তত একবার বসবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় কমিটি /রাজ্য কমিটি প্রাথমিক সদস্যপদ দেবে এবং প্রাথমিক ইউনিট, আঞ্চলিক কমিটি, রাজ্য কমিটিকে কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদন দেবে।

(চ) সম্মেলন প্রয়োজনে একটি উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করবে। তাহারা রাজ্য কাউন্সিলে যাথ্মানিক অতিথি থাকবেন।

৮. **তহবিল/আয়ের উৎস ঃ**

১। সদস্য চাঁদার অংশ (সদস্য পিছু পাঁচ টাকার দুই টাকা প্রাথমিক সংগঠন, এক টাকা করে অঞ্চল, জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটি পাবে।

২। প্রতি স্তরের কমিটি/কাউন্সিল সদস্যদের ধার্য মাসিক চাঁদা।

৩। কর্মসূচী কেন্দ্রিক ধার্য ও সংগৃহীত অর্থ।

৪। ধার্য-কোটার টাকা।

৫। দান, অনুদান প্রভৃতি।

৯. সংগঠনের আদায়প্রাপ্ত চাঁদা, দান ইত্যাদি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখতে হবে। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ তিনজনের মধ্যে যেকোনো দুজন ব্যাঙ্কের কাজ তদারক করবেন। একজন হিসাব পরীক্ষক সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচন করতে তিনি নিয়মিত হিসাব পরীক্ষা করবেন।

১০. **সম্মেলনের কাজ ঃ**

- প্রতি স্তরের সম্মেলন/কনভেনশন/সাধারণ সভা—
- কমিটির সম্পাদক কর্তৃক পেশ করা প্রতিবেদন বিবেচনা করে বিনা সংশোধনে বা সংশোধন সহ অনুমোদন করবে।
- কমিটির কোষাধ্যক্ষের পেশ করা আয়-ব্যায়ের হিসাব বিবেচনা করে গ্রহণ করবে।
- উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট কমিটি বা কাউন্সিল সদস্যদের নির্বাচিত করবে।
- ইউনিট কমিটির অনুমোদন ও পুনর্নবীকরণ চাঁদার হার প্রয়োজনে সংশোধন করবে।
- রাজ্যব্যাপী নতুন আয়ের উৎস সূচনা করতে পারবে।
- কেন্দ্রীয় সম্মেলন প্রয়োজনে গঠনতন্ত্র সংশোধন করতে পারবে।

ইউ সি আর সির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক মধু দত্ত কর্তৃক প্রচারিত এবং সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ ২২১২-৬৫০০/৭৩৩৫/৬৩৮৯